১৪

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... 30.0F... 199? ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ১

রংপুর মেডিক্যাল কলেজ

# হলগুলো সন্ত্রাসীদের দখলে সুপার পদত্যাগ করেছেন

রংপুর, ২৯শে ডিসেম্বর (নিজস্ব সংবাদদাতা)।- রংপুর মেডিক্যাল কলেজ ছাত্রাবাসগুলোতে অবস্থান নিয়েছে সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা। তারা ছাত্রাবাস ত্যাগ করবে না বলে হুমকি দিয়েছে। পরিস্থিতি সম্পূর্ণ কলেজ প্রশাসনের নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। ঘটনার প্রতিবাদে ছাত্রাবাস সুপার সহযোগী অধ্যাপক আবদুর রউফ পদত্যাগ করেছেন। ক্যাম্পাসে দাঙ্গা পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গত রোববার রংপুর মেডিক্যাল কলেজের বৃত্তিমূলক পরীক্ষার ফলাফলকে কেন্দ্র করে ফেল করা ছাত্ররা সরকার সমর্থক ছাত্র সংগঠনের ছত্রছায়ায় তাণ্ডবলীলা চালায়। এরপর কলেজ একাডেমিক কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কলেজ অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। ২৪ ঘন্টার মধ্যে ছাত্রছাত্রীদের ছাত্রাবাস ত্যাগের নির্দেশ দেয়া হলেও সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে লিপ্ত সশস্ত্র ছাত্ররা ছাত্রাবাস ত্যাগ করেনি। তারা কর্তৃপক্ষকে ছাত্রাবাস ত্যাগ করবে না বলে জানিয়েছে। এদের দাবি কলেজ খুলে দিতে হবে।

ছাত্র সংসদের ভিপি ছাত্রলীগ নেতা চৌধুরী মোঃ আনোয়ার ও জি, এস আর, এইচ রব্বানী সোহান কলেজ বন্ধ করে দেয়ার বিরোধিতা করেছেন। কর্তৃপক্ষের অভিযোগ, এই ছাত্রদের হলত্যাগ করার জন্য পুলিশকে একাধিকবার অনুরোধ করে কোন সাড়া পাওয়া যায়নি। ছাত্রদের সশস্ত্র অবস্থানের কারণে শিক্ষকরা ছাত্রাবাসগুলোতে যেতে সাহস পাচ্ছে না। এ পরিস্থিতির মুখে কলেজ প্রশাসন সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হয়ে পড়েছে। কর্তৃপক্ষ আশংকা করছেন, যেকোন মুহূর্তে ক্যাম্পাসে বড় ধরনের রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ঘটতে পারে।

কলেজ অধ্যক্ষ রংপুর ঃ পৃঃ ১১ কঃ ২

রংপুর ঃ মেডিক্যাল কলেজ
( ১ম পৃষ্ঠার পর )

অধ্যাপক ডাঃ মোঃ হামিদুর রহমান 'সংবাদ'কে জানান, তিনি পুলিশ প্রহরায় অফিসের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন। ক্যাম্পাসে অবস্থানরত শিক্ষকরা জানিয়েছেন, তারা নিরাপত্তাহীনতায় আছেন। এই ভীতিকর অবস্থার কারণে সন্ত্রাসী ঘটনায় কোন তদন্ত কমিটি করা যায়নি বলে কলেজ অধ্যক্ষ জানিয়েছেন। তিনি আরো জানান, কলেজের ৪টি ছাত্রাবাসের মধ্যে ছাত্রীদের ১টি। সব মিলে এসব ছাত্রাবাস ও ছাত্রী নিবাসে মোট ১ হাজার ছাত্রছাত্রী অবস্থান করে। এর মধ্যে ডাঃ পিনু ও ডাঃ মুক্তা ছাত্রাবাস এখন সশস্ত্র সন্ত্রাসীদের নিয়ন্ত্রণে। ছাত্রাবাসগুলোতে এখনো কোন 'হল সুপার' নিয়োগ করা হয়নি।

এদিকে বিএমএ রংপুর শাখা কলেজ অধ্যক্ষের কাছে ৫ দফা দাবি পেশ করেছে। দাবিগুলোর মধ্যে রয়েছেঃ সন্ত্রাসী ঘটনার সাথে জড়িত ছাত্রদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নেয়া না হলে ক্লাস নেয়াসহ পরীক্ষা এবং শিক্ষাদান সংশ্লিষ্ট কোন কার্যক্রমে শিক্ষক ও ডাক্তারগণ অংশ নেবেন না, ক্ষতিগ্রস্তদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে, ক্যাম্পাসে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।